গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।
www.phulchari.gaibandha.gov.bd

স্মারক নং-৩১.৫৫.৩২২১.০০২.৩৮.০০৫.১৮ - ৯৯৬ তারিখঃ ১০ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ

"জলমহাল ইজারা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্দ্বারা ফুলছড়ি উপজেলাধীন সংশ্লিষ্ট সকল নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে জনানো যাচ্ছে যে, ফুলছড়ি উপজেলার ২০(কুড়ি) একর পর্যন্ত বদ্ধ খাস জলাশয়সমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত-১ শাখার ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০০১.২৪.৩৬১ নং স্মারক মোতাবেক আগামী বাংলা ১৪৩১ সনের ১লা বৈশাখ হতে ১৪৩৩ বাংলা সনের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদী দরপত্রে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হবে। প্রত্যেক জলমহালের জন্য পৃথক পৃথক সীলমোহরযুক্ত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দরপত্রের নির্ধারিত মূল্য (অফেরতযোগ্য)জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), ফুলছড়ি, গাইবান্ধা এর কার্যালয় হতে নিম্ন বর্ণিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দরপত্র দাখিলের পূর্বদিন পর্যন্ত অফিস চলাকালীন দরপত্র ক্রয় করা যাবে। দরপত্রে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী সকাল ১০.০০ টা হতে বেলা ১.০০ টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), ফুলছড়ি,গাইবান্ধা এর কার্যালয়ে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দরপত্র গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দিন বেলা ০৩.০০ টায় দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

দরপত্র দাতাকে দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের সাথে ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। নির্বাচিত দারদাতাকে তার দাখিলকৃত দরের ইজারা মূল্যসহ ইজারা মূল্যের ১৫% মূল্য সংযোজন কর এবং ১০% আয়কর কার্যাদেশ প্রাপ্তির ০৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদি অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

ক্রম	ইউনিয়নের নাম	জলমহালের নাম	আয়তন	সরকারি মূল্য	সিডিউলের মূল্য
০১	উদাখালী	পেত্তানিকুড়া বিল	১.২৩ একর	৩,২৫,৫০০/-	৫০০/-
০২	গজারিয়া	গজারিয়া জলকর	০.৮৮ একর	৩,২০,২৫০/-/-	৫০০/-
০৩	কঞ্চিপাড়া+ উড়িয়া	কেতকির বিল	১০.২৮ একর	২৬,২৫০/-	৫০০/-
০৪	কঞ্চিপাড়া	কারারদহ বিল	০.৩৬ একর	২,৭০০/-	৫০০/-

ক্যালেন্ডার

বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের তারিখ	দরপত্র সিডিউল দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র সিডিউল খোলার তারিখ ও সময়	মন্তব্য
১ম বার	১৮ মার্চ ২০২৪ হতে ২১ মার্চ ২০২৪	২১ মার্চ ২০২৪, সকাল ১০.০০ টা হতে বেলা ০১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত	২১ মার্চ ২০২৪, বেলা ০৩.০০ ঘটিকা।	উল্লিখিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী দরপত্র আহবান অব্যাহত থাকবে। কোন জলমহালের দরপত্র অনুমোদিত হলে পরবর্তীতে ঐ জল - মহালের দরপত্র বিক্রয় করা হবে না।
২য় বার	২৪ মার্চ ২০২৪ হতে ২৮ মার্চ ২০২৪	৩১ মার্চ ২০২৪, সকাল ১০.০০ টা হতে বেলা ০১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত	২৮ মার্চ ২০২৪, বেলা ০৩.০০ ঘটিকা।	
৩য় বার	০১ এপ্রিল ২০২৪ হতে ০৩ এপ্রিল ২০২৪	০৪ এপ্রিল ২০২৪, সকাল ১০.০০ টা হতে বেলা ০১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত	০৪ এপ্রিল ২০২৪, বেলা ০৩.০০ ঘটিকা।	

শর্তাবলীঃ

০১। আবেদনপত্রসমূহ নির্ধারিত মূল্যে (৫০০/- পাঁচশত টাকা) বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী উল্লিখিত কার্যালয়সমূহ হতে ক্রয় করা যাবে।

০২। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি/সমবায় সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত, সে সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল/পুকুর ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবে।

০৩। নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) ও নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সদস্য সচিব জলমহাল/পুকুর ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে।

০৪। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তর বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল/পুকুর ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

০৫। আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি/সমবায় সমিতিতে যদি কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল/পুকুর বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমান কার্যকর আছে তার প্রমান স্বরুপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তার (যেখানে যা প্রযোজ্য)প্রত্যয়ন পত্র আবেদন পত্রের সংগে দাখিল করতে হবে এবং সাথে বিগত ০২(দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন /সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট প্রয়োজন হবে না। .

০৬। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহাল/পুকুরের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে অন্যান্য পার্শ্ববর্তি উপজেলা/জেলা মৎস্যজীবী সংগঠন সমিতি/জলমহাল/পুকুর ইজারা পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে।

০৭। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল/পুকুর কোন অবস্থাতেই সাব-লীজ অথবা কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পাবরে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকেন তাহলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত লীজ বাতিল করবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকার অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হবে। উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল/পুকুর বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

০৮। দরদাতাকে জলমহাল ইজারায় অংশগ্রহণের পূর্বে জলমহাল/পুকুর সরেজমিন দেখে নিশ্চিত হয়ে জলমহাল ইজারায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

০৯। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন ০২(দুই) টির অধিক জলমহাল/পুকুর ইজারা পাবে না।

১০। বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহাল/পুকুর ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসাবে আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার পরবর্তীতে ফেরত প্রদান করা হবে।

১১। ইজারা মূল্যের উপর সরকারের নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর লীজমানির সাথে একত্রে প্রদান করতে হবে।

১২। সরকারি জলমহাল/পুকুর ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধি-বিধান ইজারাদার মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১৩। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ০৩(তিন) বছর মেয়াদে লিজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল/পুকুরের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার রুপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

১৪। যে সকল সমিতি পূর্বের ইজারা মূল্য পরিশোধ করেন নাই বা জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, ঐ সকল সমিতি ০৩(তিন) বছর জলমহাল/পুকুর ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। আবেদন করলে জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৫। ২০(বিশ) একর পর্যন্ত জলমহাল/পুকুর ইজারা প্রদানের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর অধীন কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে, সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার অনুকুলে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পুকুর/জলমহালের চারপার্শ্বের নিকটবর্তী অবস্থানে বসবাসরত নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে এতদ্দ্যেশ্যে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর কিংবা সমাজসেবা অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত একক সমিতিকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল/পুকুর ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা যাবে:

ক) বেকার যুবক
খ) মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার সন্তান
গ) যুব মহিলা
ঘ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা

ঙ) আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ সদস্য
চ) দরিদ্র ও অস্বচ্ছল ব্যাক্তি
তবে কোন পরিবার হতে একাধিক ব্যাক্তি ঐ সমিতির সদস্য হবে পারবেন না।

১৬। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদনপত্র বাতিলের সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং ইজারার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

১০/০৩/২০২৪
(শাহরিয়ার রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ফুলছড়ি,গাইবান্ধা।

স্মারক নং-৩১.৫৫.৩২২১.০০০.০৪.০০৩.২১. ১৫৭(৩২)

তারিখঃ ১০ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ
০১। জনাব, মাহমুদ হাসান, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা-৩৩, গাইবান্ধা-০৫(সাঘাটা- ফুলছড়ি)।
০২। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।
০৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), গাইবান্ধা।
০৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।
০৫। অফিসার ইনচার্জ, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।
০৬।.....অফিসার, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।
০৭। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা। (তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৮। চেয়ারম্যান, ... ইউনিয়ন পরিষদ,ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।
০৯। ইউনিয়ন ভূমি উপ সহকারী/সহকারী কর্মকর্তা,..... ইউনিয়ন ভূমি অফিস,ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।
(তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি ঢোল-শহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১০। জনাব, ...উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।
১১। সম্পাদক,দৈনিক..... গাইবান্ধা। (তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি স্বল্প পরিসরে আগামী সংখ্যায় এক দিনের জন্য প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো)।
১২। অফিস নথি/নোটিশ বোর্ড।

১০/০৩/২০২৪
(শাহরিয়ার রহমান)
সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অ.দা.)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।